দলের পরাজয় সম্পর্কে বিএনপির তৃণমূল নেতাদের মূল্যায়ন ।

সেতারা হাশেম

বিএনপি এমন একটি রাজনৈতিক দল, যার ষোল বছর ধরে কোন কাউন্সেল হয় না । দলটি চলে খালেদা জিয়ার আঙ্গুল হেলানিতে । ফলে উচ্চাভিলাষী ও লুচ্চার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা খালেদা জিয়া ও তার পরিবারের চারপাশে ভীড় জমিয়েছে । লুটেরা এই নেতাদের সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক নাই । অর্থ ও মাস্তানদের জোরে এরা নির্বাচনে জিতেন ।

নির্বাচন কমিশনকে সরকারের নিয়ন্ত্রনমুক্ত ও পুনর্গঠন করায় সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা মাস্তান ব্যবহার করতে না পারায় পরাজিত হয়েছেন । কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্থ বিএনপির এই নেতারা মনে করেন নির্বাচন কমিশনের ষড়যন্ত্রের কারণে তারা পরাজিত হয়েছেন ।

তাই পরাজয়ের কারণ উদ্ঘাটন ও দলকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা উপজেলা ও জেলার তৃণমূল নেতাদের সাথে মতবিনিময় করে চলছেন । কিন্তু তৃণমূল নেতাদের মূল্যায়ন কেন্দ্রীয় নেতাদের বিপরীত । তৃণমূল নেতারা নির্বাচনকে সুষ্ঠু বলে আখ্যায়িত করে কেন্দ্রীয় নেতাদের দুর্নীতি, তৃণমূলের ত্যাগী নেতাদেরকে প্রধান্য না দেয়া ও তাদের পরামর্শ না শোনা এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের সিদ্ধান্তহীনতা ও জামাতপ্রীতিকে দলের পরাজয়ের কারন হিসাবে উল্লেখ করেন । তাই দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে বিএনপির তৃণমূল নেতাদের মূল্যায়ন সাংঘর্ষিক ।

তৃণমূল নেতাদের অভিমত হলো বিএনপিকে শুধু ঢেলে সাজালে হবে না, দলে গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে এবং বাদ দিতে হবে দুর্ণীতিবাজ ও যুদ্ধাপরাধীদেরকে । তাছাড়া জামাতপ্রীতিসহ পরিবারতন্ত্র পরিহার করে ত্যাগী নেতাদেরকে প্রধান্য দিতে হবে ।

তাই দেখা যাচ্ছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের দুর্নীতি, এমপিদের পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি ও জামাতপ্রীতির সাথে বিএনপির তৃণমূল নেতারা যুক্ত নয় । তারা জামাতকে রাজাকার হিসাবেই আখ্যায়িত করেন । আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের সাথে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্বের কারনে তৃণমূল এই নেতারা বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন । তাই আওয়ামী লীগের সাথে টেক্কা দিতে হলে দলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী বাংলাদেশ নামের জামাত রাজনীতি পরিহার করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সোচ্চার হয়ে জনতামূখী প্রোগ্রাম নিয়ে আগাতে হবে বলে বিএনপির তৃণমূল নেতারা মনে করেন । বিএনপির সংস্কারবাদীরাও তৃণমূলের বক্তব্যই তুলে ধরেছিলেন ।

বিএনপির তৃণমূল নেতাদের সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় বহু নেতা ও এমপি বিএনপি থেকে বাদ পড়বেন এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া কমিটির পরিবর্তে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত কমিটি কার্যকর করা । তাই এখন দেখার বিষয় দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদেরকে এবং পরিবারতন্ত্র পরিহার করে খালেদা জিয়া দলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কিনা । যদি না পারেন, তবে বিএনপির মৃত্যু অনিবার্য ।

দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ছুঁতায় বিএনপি সংসদ বর্জন করে চলছে । সাধারণ মানুষ বিএনপির সংসদ বর্জন বিষয়টি ভাল ভাবে দেখছে না । সংসদে সামনের সিটে বসার জন্য সাধারণ মানুষ বিএনপিকে ভোট দেয়নি, তাদেরকে ভোট দিয়েছে সংদে মানুষের কথা বলার জন্য । বিএনপিকে সামনের দশটা সিট দেয়া বা না দেয়ার সাথে জন-স্বার্থ জড়িত নয় । সংসদীয় কমিটিতে যুদ্ধাপরাধী সাকা চৌধুরীকে অন্তর্ভুক্ত না করাই হলো জন-স্বার্থ । তাই বিএনপির দাবী অনুযায়ী ১/১১ এর পূর্বাবস্থা সৃষ্টির প্রশ্ন আসে না । বিএনপির দুর্নীতিগ্রস্থ নেতৃত্ব বা সাকা চৌধুরীর মতো রাজাকার দিয়ে গণ-আন্দোলন করা যায় না । তাছাড়া এই মূহূর্তে মানুষ অশান্তি চায় না । তারা মহাজোটকে নির্বাচনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সুযোগ দিতে আগ্রহী ।

তাই রাজনৈতিক ময়দানে টিকে থাকতে হলে ধাপ্পাবাজি ও ষড়যন্ত্র পরিহার করে সংসদে যোগ দেয়াই হবে বিএনপির জন্য উত্তম পন্থা।